www.banglainternet.com represents

Dr. Zakir Naik's Bangla Ebook

SALAT
(SALAH)

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা

সালাহ বা নামায নিছক প্রার্থনা নয়। এটি সৃষ্টিকে স্রষ্টার অনুগত করে । তাই সালাহ হচ্ছে আনুগত্যের অনুশীলন। এর মাধ্যমে মানুষ লাভ করে আত্মিক প্রশান্তি ও শারীরিক উপকারিতা। সালাতের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয় মুসলমানদের জীবনদর্শন। আরবী صَلٰوةٌ (সালাহ) শব্দটির রয়েছে চারটি প্রসিদ্ধ অর্থ। এগুলো হলো- ক. প্রার্থনা করা, খ. অনুগ্রহ বা অনুকম্পা করা, গ. পবিত্রতা বর্ণনা করা, এবং ঘ. ক্ষমা প্রার্থনা করা। পারিভাষিক অর্থে সালাহ হচ্ছে এমন একটি নির্দিষ্ট ইবাদত, যা নিধারিত সময়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় করা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে একজন মুসলমান ইসলামের পথে সুনিয়ন্ত্রিত হন।

আল্লাহর দিদার লাভে সক্ষম হন। ঈপ্সিত ঠিকানা জান্নাতে দাখিল হতে পারেন। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুস্থ-সুন্দর জীবন যাপনে সচেষ্ট হন। নামায আল্লাহ ভীতি, সততা, সৎকর্মশীলতা ও পবিত্রতার আবেগ এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্যের ভাবধারা সৃষ্টি করে। কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে নামাযের গুরুত্ব ব্যক্ত হয়েছে ৮২ বার। তবে এটা শারীরিক কসরত বা আচারসবর্স্ব হলে চলবে না। আমাদের মন-মানসিকতায় এবং জীবনের প্রতিটি স্তরে এর প্রভাব থাকতে হবে। তবেই আমরা নামাযের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হব। এক্ষেত্রে নামায আদায়ের পাশাপাশি নামায প্রতিষ্ঠা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। নামাযের এই অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে পারলেই আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হতে পারব।

নামাযে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সালাত (صَلوٰة) শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রার্থনা। তবে এই 'প্রার্থনা' শব্দটি আরবী 'সালাত' শব্দের তাৎপর্য পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। কারণ, প্রার্থনা করা মানে হচ্ছে অনুরোধ করা। বিনীতভাবে কিছু চাওয়া। যেমন, আদালতে গেলে আপনি সেখানে প্রার্থনা করবেন। প্রার্থনা করার আরেকটি অর্থ হচ্ছে মিনতি করা। সাহায্যের আবেদন করা। কিংবা দোআ করা। আর সেটাই হচ্ছে আবেদন বা প্রার্থনা। তবে সালাত অর্থ কেবল প্রার্থনা করা নয়। প্রার্থনার চাইতেও অনেক বেশি কিছু। কারণ 'সালাত' এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রশংসা করি। আমরা তার কাছ থেকে নির্দেশনা পাই। আর এসবের পাশাপাশি সালাত হলো এক ধরনের programming। এটা একটা বিশেষ অবস্থা অথবা একজন সাধারণ মানুষের কথায় এটা এক ধরনের Brain washing। তবে যদি কেউ 'সালাত' আদায় করতে চায় এবং অন্য কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, উত্তরে সে যদি বলে Brain wash করতে যাচ্ছি অথবা কোনো programme এ যাচ্ছি, তাহলে উত্তরটি শুনতে অদ্ভুত লাগতে পারে। সেজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু মনে করি না। বস্তুত মানুষ আরবি 'সালাত' শব্দটিকে প্রার্থনা বললেও শব্দটি আরো বেশি অর্থবোধক মনে করি। যখন আপনারা programming শব্দটি শোনেন তখনই আপনার মানস চোখে ভেসে ওঠে কম্পিউটারের একটি যন্ত্র, তাহলে আমি বলব এই যন্ত্রটা হলো পুরো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জটিল একটি যন্ত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত Computer-এর চাইতেও মানুষ অনেক বেশি জটিল। আর আমরা মানুষজাতি হলাম আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি।

সূরা 'ত্বিন' এর ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। শরীরের ওপর রয়েছে আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ যদি আমার হাতটা উঠাতে চাই

তবে তা সহজেই উঠাতে পারব। আর যদি হাতটা নামাতে চাই তবে নামাতেও সক্ষম হব। যদি আমি একটি 'পা' সামনে এগুতে চাই সেটাও পারবো, আমার শরীর সরাসরি আমার নিয়ন্ত্রণে আছে। কিন্তু আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই।

সেজন্য লক্ষ্য করলে দেখবেন আমরা যখন নামাযে দাঁড়াই তখন আমাদের মন চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। যেমন - একজন ছাত্র তার কোনো একটা পরীক্ষা দেয়ার পর যদি সে 'সালাত' আদায় করে, তখন তার চিন্তায় পরীক্ষার খাতাটি বারবার ভেসে ওঠে। সে তখন ভাবতে থাকে আমি ২ নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটি দিয়েছি সেটা না লিখে আমার অন্যটা লেখা উচিত ছিল। যদি কোনো ব্যবসায়ী 'সালাত' আদায় করতে দাঁড়ায় সে চিন্তা করতে থাকে আজ আমি কত টাকা লাভ করলাম। কী পরিমাণ জিনিস আমি বিক্রি করলাম। একইভাবে একজন গৃহিণী যখন 'সালাত' আদায় করে সে তখন ভাবতে পারে, আমার স্বামীর জন্য এখন কী রান্না করব? বিরিয়ানী রান্না করবো, না কি পোলাও। বস্তুত সালাতের সময় আমাদের মন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

মন নিয়ন্ত্রণের উপায়

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের মন ঘুরে বেড়ায় কেনো। এর কারণ হলো আমাদের মন আসলে খালি। কিন্তু মন কখনো খালি থাকতে পারে না। সেজন্য মন ঘুরে বেড়ায়। বেশির ভাগ মুসলিম সালাত আদায়ের সময় যা পাঠ করেন তা পূর্বে থেকেই জানেন। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা এবং পবিত্র কুরআনের ছোট সূরা আমরা আয়াতের মধ্যে পাঠ করে থাকি। আমরা এই সূরাগুলো এতো যান্ত্রিকভাবে পড়ি তা সত্যিই বিস্ময়কর। আপনি যদি কোনো মুসলিমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে বলেন তবে সে ১০০ মাইল Speed-এও পড়তে সক্ষম। অর্থাৎ এরূপ যান্ত্রিকভাবে পাঠের কারণে আমাদের মনের খুব সামান্য একটা অংশ এ কাজে ব্যস্ত থাকে। এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বলার কারণে আমরা পূর্ণ মনোযোগী হতে পারি না।

আমরা বেশিরভাগ মুসলিমই অনারব। আরবি ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। তাই সালাতের সময় আরবি ভাষার সূরা পাঠ করলেও তা আমরা খুব একটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। আর এ না বোঝার কারণেই আমাদের মন তখন 'চিন্তা কার্যে' পুরোপুরি নিয়োজিত হতে ব্যর্থ হয়। সেজন্য নামাযে আমরা যে আয়াতগুলো পড়ব সেগুলোর অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করব। যদি আপনি ইংরেজি জানেন তবে ইংরেজি অনুবাদ জানার চেষ্টা করেন। যদি উর্দু জানেন তবে উর্দু

অনুবাদটা মনে করুন। একইভাবে হিন্দি ভাষীরা হিন্দি অনুবাদটা স্মরণে আনুন। যদি মারাঠি জানেন তবে সেটাই মনে করুন। যদি গুজরাটি জানেন গুজরাটি মনে করুন। অর্থাৎ যে ভাষাটা আপনি সবচেয়ে ভালো জানেন সে ভাষায় সূরাটির অর্থ আপনি মনে করুন। যেমন ধরুন আপনি যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

অর্থ ঃ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

যখন আপনি এই সূরা ফাতিহা পড়বেন অথবা আরবিতে অন্য কোনো আয়াত পড়বেন একই সাথে অর্থটাও মনে করুন। তাহলে আপনার মন-মগজ আয়াতের অর্থ মনে করার কাজেই ব্যস্ত থাকছে। কিন্তু কয়েকদিন পরে কিংবা কয়েকমাস পরে এ পদ্ধতিটাও যান্ত্রিক হয়ে যাবে। আমাদের মন খুব শক্তিশালী হওয়ায় এখানেও মনোযোগ ছেদনের সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু সম্ভাবনাটা খুব কম, কারণ মনের খুব ছোট্ট অংশ আরবী পড়ায় ব্যস্ত থাকবে আর বাকী অংশটা অর্থ মনে করবে। অন্য চিন্তা করার সম্ভাবনা কম থাকবে। তারপরও মন অন্য চিন্তা করতে পারে। মনের এই চিন্তা দূর করার জন্য আপনি আরবিতে আয়াতগুলো পড়বেন আর সেগুলোর অর্থ মনে করবেন। এছাড়াও আপনি মনোযোগ দেবেন যে আয়াত আপনি পড়ছেন এবং যার অর্থ মনে করছেন তার প্রতি।

একজন মানুষ দুটি জিনিসের ওপর শতভাগ মনোযোগ দিতে পারে না। এক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ কিংবা ৮০ বা ২০ ভাগ মনোযোগ দেয়া যায়। কিন্তু দুটি জিনিসের ওপর শতভাগ মনোযোগ দেয়া যায় না। তাহলে যত বেশী মনোযোগ দেবেন আপনার মন তত কম বাইরে ঘুরাঘুরি করবে। মনের এই ঘুরাঘুরি বন্ধ করতে আমরা আরবি আয়াতগুলো পড়ব। আয়াতের অর্থ বুঝব। আর সেই অর্থের ওপর মনোযোগ দেব। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের মন ঘুরাঘুরি করবে না।

এ সম্পর্কে সূরা আনকাবুতের ৪৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ ঃ পাঠ কর সেই কিতাব হতে, যেটি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম কর। অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।

তাহলে পবিত্র কুরআন বলছে 'সালাত' আপনাকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই আমি 'সালাত'কে এক ধরনের Programming বলেছি। এই Programming টা হলো ন্যায়-নিষ্ঠার জন্য। তাহলে আমরা মুসলিমরা দিনে ৫ বার সালাতের মাধ্যমে Programmed হই। আমরা এ সময় আল্লাহর কাছে নির্দেশনা চাই– ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম; আমাদের সরল পথ দেখাও। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর উত্তর দেন। তিনি আমাদের ন্যায়পরায়ণতার পথে Programmed করেন। যেমন ধরুন কোনো ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পরে সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াত পড়তে পারেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক–যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।

এখানে সালাতে আমাদেরকে Programming করা হচ্ছে যে, আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে মদ পান থেকে। জুয়া খেলা, বিভিন্ন মূর্তির পূজা, ভাগ্য গণনা ইত্যাদি কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ এগুলো সব শয়তানের কাজ। ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পর পড়তে পারেন সূরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াত। সেখানে বলা হয়েছে–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۭ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۭ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۭ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ

دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

অর্থ ঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ; যে জন্তু 'যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো। আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোনো গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল।

সালাত ন্যায়পরায়ণতার প্রগামিং

এখানে সালাতের মাধ্যমে আমাদের Programming হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতার পথে। অনুরূপভাবে ইমাম সাহেব সূরা বনি ইসরাইলের ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াত পড়তে পারেন। যেখানে বলা হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর এবং পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। যদি তাদের একজন বা দু'জনই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে কোনোরূপ ধমক দিও না। এমনকি উহ্ শব্দটাও বলো না। বরং তাদের সাথে সম্মান করে কথা বলো এবং মমতা দিয়ে তাদের সাথে ব্যবহার কর। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর– হে আল্লাহ! তাদের প্রতি (পিতা-মাতা) দয়া কর যেমন করে শৈশবে তারা আমাদেরকে লালন-পালন করেছেন।

এখানে আমরা বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহারের জন্য Programming হচ্ছি। তাই তাদের একজন বা দুজনের কেউ যদি বৃদ্ধ হয় তবুও তাদের প্রতি 'উহ্' শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। এভাবেই সালাত আমাদেরকে Programming করছে। Computer এ সাধারণত Programming করার দরকার হয় মাত্র একবার। কিন্তু যেহেতু মানুষের মনের একটা নিজস্ব ইচ্ছা রয়েছে, (যা কম্পিউটার-এর নেই) তাই আমাদের মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিদিনই Programming হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, আমরা আমাদের চারপাশে প্রত্যেক দিন অনেক খারাপ কাজ হতে দেখি। যেমন- মেয়েদের উত্তক্ত করা, ঘুষ দেয়া, প্রতারণা করা, মদ পান করা, মাদকাসক্তি, উৎপীড়ন করা ইত্যাদি। এছাড়াও আমাদের Programming টা নষ্ট হয়ে যাওয়ারও ঢের সম্ভাবনা থাকে। এজন্য প্রত্যেকদিন সালাতের মাধ্যমে আমাদের Programming করা হচ্ছে যেন আমরা সিরাতুল মুস্তাকীমে থাকতে পারি, সরল পথে থাকতে পারি। কিছু মানুষ বলতে পারে, দিনে একবার সালাত কায়েম না করে কেন এই কাজটা দিনে পাঁচবার আদায় করা হচ্ছে? আমি বলবো শরীর সুস্থ রাখার জন্য আমাদেরকে দিনে ৩ বার খাওয়ার দরকার হয়। যদি আপনি দিনে একবার আহার করেন তাহলে আপনি খুব একটা স্বাস্থ্যবান হবেন না। (ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ old Testament -এর বুক অব দানিয়েল-এর ৬ নম্বর অধ্যায়ের ১০ম অনুচ্ছেদে আছে- ইহুদীরা প্রতিদিন ৩ বার প্রার্থনা করে)। একইভাবে শরীরের আত্মার সুস্থতার জন্য দিনে কমপক্ষে ৫ বার programming করা দরকার হয়। তাই আমরা কমপক্ষে ৫ বার সালাত আদায় করি। একবার আদায় করি যথেষ্ট নয়। আর এ কারণেই আমরা মুসলিমরা দিনে ৫ বার সালাত আদায় করি।

মহান রাব্বুল আলামিন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। এ আদেশ সকল মুসলিমের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। পবিত্র কুরআনে সূরা হুদের ১১৪ নম্বর আয়াতে, সূরা ইসরার ৭৮ নম্বর আয়াতে, সূরা ত্বহার ১৩০ নম্বর আয়াতে এবং সূরা রুমের ১৭ ও ১৮ নম্বর আয়াতেও মুসলিমদের সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে দিনে ৫ বার সালাত আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। আর এই ব্যবস্থাপনাটি সময়-নির্ভর। যেমন ফযরের নামায– সুবহে সাদিক থেকে সূর্য ওঠার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ফযরের সালাত আদায় করা যায়। সূর্য মধ্য গগনে অবস্থানের সময় থেকে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতে হয় যোহরের নামায। আর যোহরের পর থেকে সূর্যাস্তের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে আসরের সময়। সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে আকাশে লালিমা থাকা পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। আর আকাশের লালিমা মুছে যাওয়ার পর থেকে মধ্য

রাত পর্যন্ত যে কোনো সময়ে এশার নামায আদায় করা যায়। এভাবেই মুসলিমরা প্রতিদিন ৫ বার সালাত আদায় করে।

আমরা মুসলিমরা মসজিদে প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে তারপর মসজিদে প্রবেশ করি। মহান রাব্বুল আলামিন হযরত মূসা (আ) কে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইহুদীরা তাকে 'মুজেস' বলে থাকেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বহার ১১ ও ১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

فَلَمَّا أَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى - اِنِّيْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى -

অর্থ ঃ 'যখন মূসা আগুনের কাছে আসল সে একটা কণ্ঠ শুনল, 'হে মূসা নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতিপালক। তোমার জুতা খুলে ফেল। কারণ তুমি পবিত্র তূর পাহাড়ে রয়েছ।

এ নির্দেশটি আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে দিয়েছিলেন। পবিত্র বাইবেলেও এই একই কথার উল্লেখ আছে। Old Testament এবং একই Book of Acts এর ৩ নম্বর অধ্যায়ের ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– তিনি মহান ঈশ্বর মুসার উদ্দেশে বলছেন- তুমি আর কাছাকাছি এসো না। তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল। কারণ তুমি এখন পবিত্র স্থানে রয়েছ। এই একই ধরনের কথা বলা হয়েছে Book of Acts এর ৭ নম্বর অধ্যায়ের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদে। এখানে ঈশ্বর মুসা (আ) কে বলেছেন, 'তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল। কারণ তুমি এখন পবিত্র স্থানে রয়েছ।

তবে মুসলিমদের জুতা নিয়ে মসজিদে প্রবেশের সুযোগও দেয়া হয়েছে। আমাদের নবী বলেছেন, নামাযরত অবস্থায় তোমাদের পায়ে জুতা থাকলে তার পায়ের তলা পরিষ্কার থাকতে হবে। [আবু দাউদ, খণ্ড-১, বুক অব সালাত, হাদিস নম্বর ৬৫২]

নবী (স) বলেছেন, 'ইহুদীদের থেকে আমরা আলাদা। কারণ, প্রার্থনা করতে গিয়ে তারা জুতা খুলে নেয়'। এছাড়াও আবু দাউদের ১ নম্বর খণ্ডের ২৪০ অধ্যায়ের ৬৫৩ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, "আমর বিন আস তার বাবা থেকে, তার বাবা তার দাদা থেকে প্রাপ্ত হাদিস অনুযায়ী তিনি বলেছেন, আমি নবীজিকে দু'ভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি খালি পায়ে ও স্যান্ডেল পরে দু'ভাবেই নামায আদায় করতেন।"

আমরা মুসলিমরা স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ায় মসজিদে প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে ফেলি অথবা জুতার তলাটা পরিষ্কার করি। আমরা আমাদের ইবাদতের জায়গাটা পরিষ্কার রাখতে চাই। আমরা সালাত আদায়ের আগে ইবাদতের জন্য সবাইকে আহ্বান করি। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মে মানুষকে উপাসনায় আহ্বান করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে ডাকা হয়ে থাকে। যেমন ইহুদীরা ট্রাম্পেড বাজায়। এ কথাটার উল্লেখ আছে বাইবেলের Book of Numbers ১০ নম্বর অধ্যায়ের ১ থেকে ৩ অনুচ্ছেদে –"ঈশ্বর মুসাকে ডেকে রূপা দিয়ে দুটি ট্রাম্পেড বানাতে বললেন। আর এগুলো দিয়ে মানুষকে উপাসনায় আহ্বান কর। অনুরূপ খ্রিস্টানরা চার্চের ঘণ্টা ব্যবহার করে। কিছু উপজাতি ড্রাম ব্যবহার করে। আমরা ইসলামে ব্যবহার করি মানুষের কণ্ঠ। আর ইবাদতের এ আহ্বানকে বলা হয়– আযান। যে ব্যক্তি আযান দেন তাকে মুআয্যিন বলা হয়।

ট্রাম্পেড, ড্রাম, অথবা চার্চের ঘণ্টার তুলনায় মানুষের কণ্ঠ অনেক মধুর। আর আযান মানব হৃদয়ে অনেক বেশী প্রভাব ফেলতে পারে। এমন অনেক অমুসলিম আছেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুধুমাত্র আযানের কথাগুলো শুনে। এই শ্রুতিমধুর আযানে তারা মুগ্ধ হন। তাদের মন, হৃদয় ও আত্মার ওপর এই আযান এতোটাই প্রভাব ফেলে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বোম্বেতে যে সব আযান শোনা যায় তার বেশিরভাগই শ্রুতিমধুর নয়। তাই এ আযানে মানুষের বেশি অসুবিধা হয়। সেজন্য আমি সব মুআয্যিনকে অনুরোধ করব, আপনারা হারামাইন শরীফের আযান শুনবেন। মদিনার মসজিদে নববী আর মক্কার হারাম শরীফের (ক্বাবা) আযানগুলো শুনবেন। তাহলেই বুঝতে পারবেন আযান আসলে কেমন হওয়া উচিত। আযান শুধু শ্রুতিমধুরই নয়, এটা মানসিক শান্তি দেয় এবং আমাদের জন্য একটি বার্তাও বহন করে। তবে বেশিরভাগ মুসলিমই আযান কী বার্তা বহন করে তা জানে না।

একটি কনফারেন্সে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমি একবার কেরালায় গিয়েছিলাম। এই Programme এ একজন অমুসলিম মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভালো কথাও বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা ভারতীয়রা মুসলিম হিসেবে খুবই গর্বিত। মোগল শাসকদের নিয়েও আমরা গর্বিত। তাঁরা খুব সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ বানিয়েছিলেন। সুন্দর অনেক কিছুই নির্মাণ করেছেন। আর সেজন্য আমরা প্রত্যেক দিন ৫ বার সম্রাট আকবরের প্রশংসা করি। এটা শুনে হয়তো কৌতুক মনে হবে যে আমরা ভারতীয় মুসলিমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় মোগল সম্রাট আকবরের প্রশংসা

করি। বেশীর ভাগ মুসলিম এমনটা মনে করে যে, কিছু অমুসলিম পশ্চিমাদের সিনেমা মুগ্ধ হয়ে দেখেন। সেখানে প্রায়ই আরবদের পোশাক পরিহিত একজনকে দেখা যায় – যিনি একজন ভিলেন বা সন্ত্রাসী। আর সে তার তরবারী বের করার সময় বলে আল্লাহু আকবার। অমুসলিমরা ভাবেন, আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে মুসলিমরা যুদ্ধের সময় অমুসলিমদের হত্যা করে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অমুসলিমদের মন থেকে এই ভুল ধারণাটা দূর করে দেয়া।

একারণেই তাদের কাছে আমাদের আযানের বার্তা পৌছে দেবো। আমি তাদের উদ্দেশে আযানের বার্তা সম্পর্কে বলতে চাই। তাদেরকে আমরা আযানের অনুবাদ বলব। যখন আমরা আযান দেই তখন বলি- [আযানের মাঝে কিছু বাক্য একাধিক বার বলতে হয়, দ্বিরুক্তি এড়াতে বাক্যগুলো একবার উল্লেখ করা হলো]

اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

এটার অর্থ এই নয় যে আমরা সম্রাট আকবরের প্রশংসা করছি। অথবা এটা যুদ্ধের চিৎকারও নয়। এটার অর্থ আল্লাহ মহান।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত বা উপাসনা করার মতো যোগ্য আর কেউ নেই।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (স) আল্লাহরই প্রেরিত নবী।

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.

নামাযের জন্য এসো।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

কল্যাণের জন্য এসো

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

আযানের এই অর্থগুলো অমুসলিমদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। এ কাজটা মুসলমানদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

সালাত আদায়ের সময় আমরা সবসময় নিজেদের পবিত্র করে নিই। তার মানে আমরা নিজেদের পরিষ্কার করে নিই। আর এ কারণেই আমরা ওযু করি। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারাদেহ পবিত্র করে নাও, এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও– অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে নাও। আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না কিন্তু তোমাদের পবিত্র রাখতে ও নিয়ামত পূর্ণ করতে চান– যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

পবিত্র বাইবেলের Book of Exodus এর ৪০ তম অধ্যায়ে ৩১ তম খণ্ডের ৩১ ও ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে। বলা হয়েছে, মূসা এবং হারুন আর তাদের পুত্ররা, তারা তাদের হাত এবং পা ধৌত করল। তারপর প্রার্থনার জন্য উপাসনালয়ে ঢুকল। তারা যখন পূজা চত্বরের কাছে আসল তারা ঈশ্বরের নির্দেশ মোতাবেক পরিষ্কার হলো যেভাবে মুসা পবিত্রতা অর্জন করতেন। একই বক্তব্যের উল্লেখ আছে Book of Acts এর ২১ তম অধ্যায়ে ২৬ নং অনুচ্ছেদে। এখানে বলা হয়েছে– 'পল সেই লোকদের নিয়ে গেলেন আর পরের দিন তাদের নিয়ে পবিত্র হলেন এবং উপাসনালয়ে প্রবেশ করলেন।

আমরা মুসলিমরা সালাত আদায়ের আগে নিজেদের পবিত্র করতে ওযু করি। পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আমরা স্বাস্থ্য সচেতন। এছাড়াও ওযুর মাধ্যমে আমরা পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ সুবহানু তায়ালার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিই।

সহীহ বুখারীর ১ নম্বর খণ্ডের Book of Salat এর ৫৬ তম অধ্যায়ের ৪২৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে, আমাদের নবীজি বলেছেন, 'এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এ জন্য যে আমি আর আমার অনুসারীরা সিজদাহ্ দিতে পারি। এটা (পৃথিবী) একটা মসজিদ। (মসজিদ অর্থ যেখানে সিজদাহ দেয়া হয়।)'

আমাদের নবী (স) বলেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য পুরো বিশ্বটাই একটা মসজিদ। তবে এটাও ঠিক যে সালাত আদায়ের স্থানটি সবসময় পরিষ্কার থাকতে হবে। সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ডের বুক অব আযানের ৭৫ নং অধ্যায়ের ৬৯২ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে, 'হযরত আনাস (রা) বলেছেন, সাহাবীরা যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন একজনের কাঁধ পাশের জনের কাধের সাথে লেগে থাকত। একজনের পা তার পাশের জনের পায়ের সাথে লেগে থাকত।'

একই ধরনের কথা আছে আবু দাউদের বুক অব সালাত প্রথম খণ্ডের ২৪৫ নম্বর অনুচ্ছেদের ৬৬৬ নম্বর হাদিসে। নবী (স) বলেছেন—

'সালাত আদায়ের পূর্বে সারিগুলো সমান কর। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। ফাঁকা জায়গা বন্ধ কর। আর সেখানে শয়তান ঢোকার মতো কোনো পথ রেখ না'। নবীজী সেই শয়তানের কথা বলেননি যেমনটি আপনারা টিভির বিজ্ঞাপনে দেখে থাকেন। কৌতুকের বইতেও দুই শিং ও এক লেজ বিশিষ্ট শয়তানকে আপনারা দেখে থাকতে পারেন। নবীজী এরূপ শয়তানের কথা বলেননি। তিনি জাতিগত বিদ্বেষরূপী শয়তানের কথা বলেছেন, যা গোমরাহী ও বৈষম্যমূলক অনাচার তথা শয়তানির জন্ম দিয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনেও নামায আদায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। সূরা আল বাকারা এর ১৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۔

অর্থ ঃ 'তোমরা মুখ ফেরাও মসজিদুল হারামের দিকে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন কিবলার দিকে তোমাদের মুখ ফেরাও'। নামায আদায়ের সময় কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো আবশ্যিক কাজ। মসজিদুল হারাম বা কাবা শরীফের দিকে মুখ ফেরানো নামাযের একটি প্রধান কাজ। আর ভৌগোলিক কারণে আমরা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাই। যখন আমি ভ্রমণ করি তখন যদি কিবলা কোন দিকে তা না জানি তাহলে কোনো মুসলিমকে কিবলার দিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, পশ্চিম দিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি না; বরং আমি তার কাছে পূর্ব দিক সম্পর্কে

জানতে চাই। তারপর আমি উল্টা দকে মুখ করে দাঁড়াই। তা না হলে তারা হয়তো ভাবতে পারে আমি 'পশ্চিমাদের' উপাসনা করছি।

সূরা আল বাকারার ২৩৮ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, وَقُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۔

অর্থ ঃ 'তোমরা যখন নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিনীতভাবে দাঁড়াবে'। আর সালাতে সূরা ফাতিহা পড়াটা আবশ্যিক। সূরা হিজর এর ৮৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۔

অর্থ ঃ 'আমিতো তোমাকে দিয়েছি ৭ আয়াত যা বারবার পড়া হয়। এবং দিয়েছি মহান কুরআন'। যে সাত আয়াত বারবার পড়া হয় সেটা হলো সূরা ফাতিহা। এটাকে উম্মুল কুরআনও বলা হয়। আর কুরআনের বাকী অংশটাকে বলা হয় কুরআনুল করীম, মহান কুরআন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ আমাদের জন্য আবশ্যিক।

পবিত্র কুরআনে মোট ১৩ বার 'রুকু' (মাথা নোয়ানো) শব্দটার উল্লেখ আছে। সালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ সিজদা শব্দটির উল্লেখ আছে সবমিলিয়ে ৯২ বার। ৩২টি সূরায় স্বতন্ত্রভাবে এই শব্দটির উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, কুরআন শরীফের ৩২ নম্বর সূরার নামকরণই করা হয়েছে সূরা সাজদাহ। যার অর্থ মাটিতে উপুড় হওয়া। সূরা ইমরানের ৪৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,—

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۔

অর্থ ঃ 'হে মারইয়াম তোমার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হও। তার প্রতি সিজদাহ কর। এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।'

সূরা হজ্জ এর ৭৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

অর্থ ঃ 'হে মু'মিনগণ, তোমরা সিজদাহ কর, রুকু কর ও আল্লাহর ইবাদত কর এবং সৎ কর্ম কর যেন সফলকাম হতে পার।' প্রত্যেক নবীই ইবাদতের সময় আল্লাহকে সিজদাহ করেছেন।

পবিত্র বাইবেলের Old Testament-এও এ কথার উল্লেখ আছে। Book of Genesis এর ১৭ তম অধ্যায়ের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'ইবরাহীম মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন।'

Book of Numbers, এর ২০ নম্বর অধ্যায়ের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মুসা এবং হারুন মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন।'

Book of Joshua এর ৫ নম্বর অধ্যায়ের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'যীশু মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন আর উপাসনা করেছিলেন।'

পবিত্র বাইবেলের Gospel of Mathew,-এর ২৬ নম্বর অধ্যায়ে ৩৯ তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'যীশু খ্রিষ্ট গেতসামেমীর বাগানে গেলেন। তিনি কয়েক পা সামনে এগুলেন। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন। আর প্রার্থনা করলেন। মহান সৃষ্টিকর্তার সকল নবী-রাসূলই সালাত আদায়ের সময় সিজদা দিয়েছেন। আমরাও সেভাবে করি।

যে কারণে আমরা সিজদা করি

শরীরকে আমরা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও মন আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আপনি যদি আপনার মনকে বিনত করতে চান তাহলে আপনার শরীরকেও অবনত করতে হবে। আর শরীরকে অবনত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো শরীরের সবচেয়ে উপরের অংশ কপাল– যেখানে রয়েছে ব্রেন অর্থাৎ শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, সেটা মাটিতে ঠেকিয়ে দেয়া। আর সঙ্গত কারণেই কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদায় অবনত হয়ে আমরা বলি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সুমহান।

আপনি যখন সালাত আদায় করবেন তখন বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে। আপনাকে জানতে হবে কীভাবে দাঁড়াতে হবে, হাত বাঁধতে হবে ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআন বলছে। 'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূল– অর্থাৎ আল্লাহ এবং তার রাসূলকে মান্য কর।

আমরা এবার নবীজির দৃষ্টান্ত থেকে জানবো। কুরআন বলছে, আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল– এই আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের ৩২ ও ১৩২ নম্বর আয়াত, সূরা নিসার ৫৯ নং সূরা মায়েদার ৯২ নম্বর আয়াত, সূরা আনফালের ১ নম্বর, ২০ নম্বর, ৪৬ নম্বর, সূরা নূর-এর ৫৪ নং, ৫৬ নং, সূরা মুহাম্মদ এর ৩৩ নং সূরা মুজাদিলাহ'র ১৩ নং সহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই শব্দটির উল্লেখ আছে। সূরা তাগাবুন এর ১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মান্য কর।

সহীহ বুখারীর, প্রথম খণ্ডের আযান অংশের ১৮ তম অধ্যায়ের ৬০৪ নম্বর ও ৯ম অধ্যায়ের ৩৫২ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে, নবীজী বলেছেন, 'ইবাদত কর যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছ।' তাহলে সহীহ হাদিস থেকে আমরা নামাযের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারব।

ইসলাম ধর্মে ঈমান বা বিশ্বাসের পরেই নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সূরা যারিয়াত-এর ৫৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔

অর্থ ঃ আমি জ্বীন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

আরবি 'আবদ' থেকে 'ইবাদত' শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে, যার অর্থ একজন দাস; একজন ভৃত্য। আর প্রত্যেক ভৃত্যেরই তার প্রভুর অনুগত হওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভৃত্য ও মহান স্রষ্টার দাস। আর এ পৃথিবীর সব মানুষের উচিত তাঁর অনুগত হওয়া। তাহলে যখনই আপনি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলছেন তখনই আপনি তাঁর ইবাদত করছেন। কাজেই তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন সে কাজ থেকে বিরত থাকলেও আপনি তাঁর ইবাদত করছেন।

ভুল ধারণাবশত অনেক মানুষই নামাযকে একমাত্র ইবাদত মনে করে থাকেন। অবশ্য নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদত, একমাত্র ইবাদত নয়। সালাত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো আনুগত্য প্রকাশ করা। আর আপনি যদি নামাযের সময় সবকিছু বুঝে-সুঝে বলেন তবেই সবচেয়ে বেশী অনুগত থাকবেন। একারণেই নামাযে দাঁড়িয়ে আপনি যা পড়ছেন তাঁর অর্থ অনুধাবন করা আপনার জন্য খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে যদি আপনি আরবী না বুঝেন তবে কুরআনের অনুবাদ পড়ুন যেন আল্লাহর নির্দেশ বুঝে-শুনে পালন করতে পারেন।

নামায আদায় না করার বহুবিধ বিপদ রয়েছে। নামায না পড়লে আপনার বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যেতে পারে। অথবা এ বিশ্বাসটা চলেও যেতে পারে। কারণ মানুষ মনে করে পৃথিবীতে তার যে সম্পদ ও সম্মান রয়েছে তার প্রভাব অর্থাৎ পৃথিবীর বস্তুগত সম্পদের প্রভাবে সে ধীরে ধীরে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাবে তিনি আল্লাহ থেকে দূর চলে যেতে পারেন। পৃথিবীর বস্তুগত সম্পদের মোহ থাকলে সে অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে। এভাবেই সে সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে দূরে সরে যাবে। মনের ভেতর তখন শান্তিও থাকবে না। আপনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হলেও এ সম্পদ আপনাকে শান্তি দিতে পারবে না।

আসলে মুসলমানরা কেবল জ্ঞানের অভাবেই নামায আদায় করে না। সূরা আলে ইমরানের ১৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– "কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত" অর্থাৎ, প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এবং কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। যাকে বেহেস্তে দাখিল করানো হবে এবং দোযখ থেকে নিরাপদ রাখা হবে তিনিই হবেন পার্থিব উদ্দেশ্য পূরণে সফলকাম। কারণ পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

সালাত একটি জীবনদর্শন

সালাত আদায়ের বহুবিধ উপকার রয়েছে। সালাত একটি জীবনদর্শন। নামায আপনার আত্মিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। পাশাপাশি শারীরিকভাবেও আপনি উপকৃত হবেন। নামায আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি ও সুদৃঢ় করে।

সূরা আনফালের ২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ 'সত্যিকার বিশ্বাসী তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা মাত্রই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় আর যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে'।

সূরা ফাতিহার ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

এতে আপনার জীবনের শৃঙ্খলা বাড়বে। একজন মুসলিম ফজরের নামাযের মাধ্যমেই তাঁর দিন শুরু করে। আর ফজরের সালাতের সময় মুআযযিন বলেন আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম- অর্থাৎ, ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম।

একজন সত্যিকারের মুসলিম দিনের মধ্যাহ্নে সালাত আদায় করেন। আর এশার নামায আদায়ের মাধ্যমে তিনি তার কার্যদিবস শেষ করেন। নামায সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। সালাত আদায়ের সময় যে সমাবেশ হয় তা আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ বাড়ায়। একতা প্রতিষ্ঠা করে। আর এটা সাম্যবাদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সংহতি বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে ভালোবাসা জোরদার করা হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ ঃ হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু খবর রাখেন।

গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, সম্পদ বা লিঙ্গ দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে বিচার করবেন না। তিনি তাকওয়ার ভিত্তিতে আমাদের বিচার করবেন। অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা বা আল্লাহকে মেনে চলা এবং ধার্মিকতার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে বিচার করবেন।

সূরা হুমাযার ১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ـ

অর্থ ঃ দুর্ভোগ যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে তাদের প্রত্যেকের জন্য;

সূরা হুজুরাত এর ১১ ও ১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ـ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে; এবং কোনো নারীও যেন অন্য কোনো নারীকে উপহাস না করে, কেননা তারা উপহাসকারিণীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।

وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ـ

অর্থ ঃ আর তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না।

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ـ

অর্থ ঃ কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা অতি গর্হিত।

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আর যারা এহেন কার্যাবলী থেকে তাওবা না করে তারাই প্রকৃত জালিম।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ـ

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপজনক হয়ে থাকে।

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .

অর্থ ঃ আর তোমরা কারও দোষ অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ .

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা অবশ্যই তা ঘৃণা কর।

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ .

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত আয়াত-১১-১২)

পবিত্র কুরআন বলছে আপনি যদি কারো পেছন থেকে নিন্দা করেন তাহলে আপনি আপনার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাবেন। কারণ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া হলো দ্বিগুণ অপরাধ। খাদ্য হিসেবে মানুষের গোশত খাওয়া একটা অপরাধ।

এমনকি ক্যার্নিবলরা যারা মানুষের গোশত খায় তারাও কখনো তাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খায় না। কুরআন বলছে, যদি পেছন থেকে নিন্দা করেন তাহলে দ্বিগুণ অপরাধ করছেন। অপরাধটা এমন যেন আপনি মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করছেন। তাই কোনো প্রমাণ ছাড়াই কারো ব্যাপারে নিন্দা করবেন না, এটা পাপ। আর কারো পেছন থেকে নিন্দা করা দ্বিগুন পাপ। মহান রাব্বুল আলামীন তাদের সম্পর্কে বলেছেন– তোমরা তাদের ঘৃণ্য মনে কর।

নামায– আমাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সত্যবাদিতা ও সততা বৃদ্ধি করে।

সূরা আনকাবুত এর ৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ .

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায প্রতিষ্ঠা করুন। (কারণ) নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর।

সূরা বনী ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا .

অর্থ ঃ অতঃপর বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।

সূরা বাকারার ৪২ এবং ৪৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

অর্থ ঃ তোমরা একাকার করে দিও না সত্যকে মিথ্যার সাথে এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না, অথচ তোমরা জান যে, এর পরিণতি কী? আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং সালাতে অবনত হও তাদের সঙ্গে যারা অবনত হয়।

কুরআন আমাদেরকে সত্যবাদী হতে শেখায়। সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

অর্থ ঃ তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ পাপ পথে গ্রাস করার জন্য বিচারকদের কাছে পেশ করো না। অথচ তোমরা জানো যে তোমরা অন্যায় করছ।

পবিত্র কুরআন বলছে ঘুষ দেয়া বা নেয়া নিষিদ্ধ। আপনারা ঘুষ দেবেন না।

পবিত্র কুরআন আমাদের দেখিয়ে দেয় কীভাবে আমাদের সৎ জীবন যাপন করতে হবে। এটি মানব জীবনে শান্তি এনে দেয়। সূরা রাদের ২৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .

অর্থ ঃ 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়,'

যখন আল্লাহকে স্মরণ করবেন, সালাত আদায় করবেন, আপনি তখন খুবই শান্তিতে থাকবেন, আপনার হৃদয় তখন প্রশান্তি লাভ করবে।

নামায হচ্ছে আল্লাহর সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ উপায়। সূরা বাকারার ১৫৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ হে সেসব ব্যক্তিরা, যারা ঈমান এনেছে! তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

নামাযের শারীরিক উপকারিতা

সামাজিক উপকারিতা ও আত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি নামায থেকে আমরা বিভিন্ন শারীরিক উপকারিতা লাভ করি।

নামাযের সময় যখন রুকুতে যাই শরীরের উপরি অংশে তখন অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। মেরুদণ্ড হয়ে যায় নমনীয়। এর বিভিন্ন নার্ভ শক্তিশালী হয়। পীঠের ব্যথা দূর হয়। দূর হয় পেট ফাপা জাতীয় সমস্যাগুলো। এরপর যখন উঠে দাঁড়াই তখন শরীরের উপরের অংশটুকুতে যেটুকু রক্ত পরিবাহিত হয়েছে সেই প্রবাহ তখন স্বাভাবিক হয়। শরীর তখন সতেজ হয়।

যখন আমরা সিজদা দেই তখন আমাদের কপাল মাটিতে লাগে- এটা হলো সালাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেকদিন মানুষের শরীর তার চারপাশের বিভিন্ন ইলেকট্র স্ট্যাটিক চার্জের সংস্পর্শে আসে। এই চার্জ তারপর মানুষের নার্ভ সিস্টেমে গিয়ে পৌঁছায়। আর সেখানেই জমা হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত ইলেকট্র স্ট্যাটিক চার্জ শরীর থেকে বের করে দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে আপনি মাথা ব্যথায় ভুগবেন, পিঠে ব্যাথা হবে। মাংস পেশীতে টান পড়বে। প্রেসার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে আমরা ট্রাঙ্কুইলাজার ব্যবহার আর বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ সেবন করি। অতিরিক্ত ইলেকট্রচার্য আমাদের শরীর থেকে বের করে দিতে হয়।

যেমন ধরুন, এমন কোনো যন্ত্র যেখানে প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। সেখানে সাধারণত তিন পিনের প্লাগ ব্যবহার করতে দেখা যায়। তৃতীয় পিন বা তৃতীয় তারটা মাটিতে সংযোগ দিয়ে আর্থিং করা হয়। একইভাবে আমরা যখন সিজদায় যাই, আমাদের কপাল মাটিতে ঠেকাই, তখন শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্রেন আর ব্রেনের শ্রেষ্ঠঅংশ Frontal log' মাটিতে ঠেকানো হয়। এসময় অতিরিক্ত ইলেকট্র স্টাটিক চার্জ মাটিতে চলে যায়। তার মানে এই নয় যে, সে সময় আপনার কপালের নিচে হাত রাখলে আপনি শক খাবেন

সিজদার সময় আমরা Frontal log মাটিতে ঠেকাই। ব্রেনের যে অংশটা চিন্তা করে সে অংশটি মাথার উপরে থাকে না, সেটা থাকে Frontal log এ। সে জন্যই আমরা সালাতের মধ্যে সিজদা করি। যখন আমরা সিজদায় যাই, তখন আমাদের মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। যখন সিজদা করি তখন আমাদের মুখের চামড়া ও ঘাড়ে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা শীতকালে আমাদের জন্য খুবই উপকারী।

সিজদার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অসুখ থেকে বাঁচতে পারি। যেমন– ফাইব্রোসাইটিস ও চিলব্রেন। যখন সিজদা করি তখন প্যারাবাইকাল সাইনোসাইটিসের ড্রেনেজ তৈরী হয়। এতে সাইনোসাইটিস-এর ঝুঁকি কমে যায়। যেটা হলো সাইনাসের প্রদাহ। আর ম্যাগজিলারি সাইনাস-এর ড্রেনেজ থাকে শরীরের ওপরের অংশে। আমরা সারাদিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বলে এর চলাচল থেমে থাকে। সেজন্য যখন আমরা সিজদায় যাই (ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে একটা পাত্র উল্টে দিলাম) তখন ম্যাগজিলারিজ সাইনাসের ড্রেনেজটা সচল হয়। এছাড়াও এতে করে আমাদের শরীরের ফ্রন্টাল সাইনাসের; এথানাডিয়াস সাইনাস এবং স্পেনোডিয়াস সাইনাসের ড্রেনেজ তৈরী হয়। তাই সাইনোসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। অথবা সাইনোসাইটিস যদি থেকেও থাকে তবে এটা তার প্রাকৃতিক চিকিৎসা। অর্থাৎ সিজদা সাইনোসাইটিসে আক্রান্ত রোগীর জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসা। যেসব মানুষ ব্রংকাইটিস রোগে ভুগে থাকেন তাদের ব্রংকিলট্রি দিয়ে রক্ত নিঃসৃত হতে পারে। সিজদার কারণে ব্রংকিলট্রিতে রস জমা হয়ে থাকতে পারে না। এতে বিভিন্ন পালমনারি রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে যেখানে আমাদের শরীরের রস জমা হয়। আমাদের শরীরে রস ছাড়াও ধুলাবালি আর রোগ জীবাণু জমা হতে পারে। সিজদার মাধ্যমে এসব অসুখের উপকার পাওয়া যায়। আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই তখন আমাদের ফুসফুসের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে থাকি। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশে ফুসফুসের বাতাস থেকে যায়। মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ তাজা বাতাস ফুসফুসে ঢোকে আর বের হয়ে যায়। বাকি এক-তৃতীয়াংশে চলে রেসিডিয়াল এয়ার। আমরা যখন সিজদা করি তখন আমাদের তল পেট চাপ দেয় আমাদের ডায়াফ্রামে। আর এ ডায়াফ্রাম চাপ দেয় আমাদের ফুসফুসের নিচের অংশে। আর এতে ফুসফুসের সেই রেসিডিয়াল

এয়ার বের হয়ে যায়। তাহলে এই দুষিত বায়ু বের হয়ে গেলে আরো তাজা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। এভাবে আমাদের ফুসফুস স্বাস্থ্যবান হয়। যখন সিজদা করি তখন যেহেতু অভিকর্ষবল কমে যায়, ফলে তলপেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। তলপেটের ভেতরের বিভিন্ন ধমনীতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়।

সিজদা এবং রুকুর মাধ্যমে হারনিয়া, ফিমোরাল ইত্যাদি অসুখের নিরাময় হয়ে থাকে। এছাড়াও সিজদায় অনেক রোগের নিরাময় হয়। এর মধ্যে একটি অসুখ হলো হেনোরয়েড যেটাকে সাধারণ মানুষ বলে পাইলস। আবার সিজদার মাধ্যমে জরায়ুর স্থান চ্যুতিকে রোধ করা যায়। যখন সিজদাহ করি তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে হাটুর ওপরে। আমাদের পা থাকে নমনীয়। এছাড়া আমাদের পায়ের সোলিয়াস ও গ্যাসটোলভিম মাসল থাকে, যাকে পেরিকেরাল হার্ট বলা হয় কারণ এ মাসলগুলোতে অনেকগুলো ধমনী আছে। আর এ ধমনীগুলো দিয়ে শরীরের নিচের অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে শরীরের নিচের অংশ রিলাক্স হয়। যখন সিজদায় যাই আমাদের হাটু তখন মাটি স্পর্শ করে। হাত এবং কপালও মাটি স্পর্শ করে। এই পদ্ধতিতে কার্ভাইকাল স্পাইনের বিভিন্ন অসুখের নিরাময় হয়। কারণ এই সিজদার মাধ্যমে ইন্টার ভায়োটিব্রাল জয়েন্টের উপকার হয়। সিজদার মাধ্যমে বিভিন্ন হৃদরোগের উপকার পাওয়া যায়। যখন আমরা সিজদা থেকে উঠি, হাটু গেড়ে বসি, শরীরের ওপরের অংশে যে রক্ত চলে গিয়েছিল সেটা স্বাভাবিক হয়। আর শরীরও রিলাক্স হয়। তখন আমাদের উরু আর পিঠের ধমনীর মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে পিঠের মাংস পেশী রিলাক্স হয়। সিজদার মাধ্যমে আমরা কোষ্টকাঠিন্য আর বদহজম রোগের উপকার পেয়ে থকি। অর্থাৎ যারা প্যাপটিক আলসারে বা পাকস্থলীর অন্য কোনো রোগে ভুগছেন তারাও বসা থেকে উঠে দাঁড়ানোর এ নিয়মের কারণে উপকৃত হবেন। যখন আমরা সিজদা থেকে উঠে দাঁড়াই তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে পায়ের ওপরে। এভাবে আমাদের পিঠের মাসল, হাটুর মাসল, উরুর মাসল আর পায়ের মাসল শক্ত হয়। যখন আমরা সালাত আদায় করি তখন আমরা শারীরিকভাবে উপকৃত হই। তবে মুসলিমরা কেবল শারীরিক উপকারিতার জন্য সালাত আদায় করে না। এটা হলো বাড়তি উপকার। আমরা সালাত আদায় করি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা অর্জনের জন্য। তাকে ধন্যবাদ জানাতে। আমরা সালাত আদায় করি নির্দেশনার জন্য ন্যায় নিষ্ঠার পথে Programmed হওয়ার জন্য।

সালাতের এমন উপকার তাদেরকে আকৃষ্ট করবে যাদের বিশ্বাস কম বা যারা অমুসলিম। কিন্তু মুসলিমদের প্রধান কাজ হলো আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা। কারণ এটাই আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার নির্দেশ। এটাই আমাদের বিশেষত্ব। কিছু মুসলিম আছে যারা বলবে, কিছু কিছু নামাযি আছেন যারা নামায পড়ে আবার লোক ঠকায়। তারা সৎ নয়। ন্যায়পরায়ণ নয়। তাহলে আপনি কিভাবে বললেন সালাত ন্যায়পরায়নতার Programming? আমরা জানি কিছু মুসলিম প্রত্যেকদিন ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ে। তারপরও তারা ন্যায়নিষ্ঠ নন। এই প্রশ্নের উত্তরটার জন্য সূরা মু'মিনূনের ১ ও ২ নং আয়াতই যথেষ্ট। যেখানে বলা হয়েছে–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ـ

অর্থ ঃ অবশ্যই মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।

আরবি শব্দ খাশিউন- এটা এসেছে 'খুশু' থেকে, যার অর্থ নম্রতা ও মনোযোগ দেয়া। সেজন্য আল্লাহ বলেছেন, যারা সালাত আদায় করে মনোযোগের সাথে ও নম্রভাবে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। তারাই সালাতের উপকারগুলো পাবে। কিন্তু যারা বাইরে থেকে সালাত আদায় করে কোনো নম্রতা ও মনোযোগ ছাড়া, তারা সালাতের উপকারগুলো কখনোই পাবে না। তাহলে এই মুসলিমরা যারা সালাত আদায় করে কিন্তু এ থেকে কোনো উপকার পায় না, তারা ন্যায়পরায়ণ নয়। এর কারণ তারা সালাত আদায় করে বাইরে থেকে। কোনো রকম নম্রতা এবং মনোযোগ ছাড়া। আর যাদি কেউ মনোযোগী হতে চায় তাহলে সে নামাযে যা পাঠ করছে তার অর্থ জানতে হবে। যেমন ধরুন নামাযের সময় ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পরে পড়লেন সূরা ইখলাস। আর বললেন– বল, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। সব মুসলিমই যারা মসজিদে এসে সালাত আদায় করে তারা সবাই মানবে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কেউ এ কথা বলবে না, আল্লাহ এক নয়। আল্লাহ এখানে ইমাম সাহেবকে নির্দেশনা দিচ্ছেন; ইমাম এখানে যা করছেন তিনি মুসলিমদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। আর বলছেন বল, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এই কথাটা তাদের কাছে বল যারা একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করে না।

অনেক মুসলিমই নামায পড়েন এবং যখনই তারা নামায শেষ করেন, তারা নামাযের সময় যেসব কথা বলেছিলেন সেসব কথার প্রভাবের ওপর থাকেন না। আর এটার প্রধান কারণ হলো তারা এ কথাগুলো বুঝতে পারেননি। আপনি যদি সেগুলো বুঝতেই না পারেন তবে প্রয়োগ করবেন কীভাবে?

আল্লাহর প্রশংসা করাই যথেষ্ট নয়

আপনাকে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলতে হবে যদি সালাতের উপকারিতা পেতে চান। যেমন ধরুন, আপনার একজন ভৃত্য আছে, সে খুবই সময়নিষ্ঠ। সে প্রত্যেকদিন ঠিক সময় কাজে আসে। তারপর সে অফিসে এসে আপনার প্রশংসা করে। কিন্তু তাকে যদি কোনো কাজ করতে বলেন, অথবা যদি তাকে এক গ্লাস পানিও আনতে বলেন, কিন্তু পানির গ্লাসটা আর আনে না। আপনি বেল বাজালেন আর আপনার ভৃত্য দৌড়ে চলে আসল। বলল- প্রভু। আপনি তাকে বললেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, এটা আমার ক্লায়েন্টের কাছে পৌছে দাও। খুবই জরুরী। ভৃত্যটা অফিসে বসে থাকল। আর বলে যেতে লাগল আমি আমার প্রভুর অনুগত' আমার প্রভু মহান। আপনি তখন কী করবেন? তাকে কী প্রমোশন দেবেন? তাকে কি বোনাস দেবেন? নাকি তাকে অফিস থেকে বের করে দেবেন? একইভাবে আল্লাহর ভৃত্য হিসেবে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলাই আমাদের কর্তব্য। শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করা যথেষ্ট নয়। যেমন ধরুন অসুস্থ লোক একজন ডাক্তারের কাছে গেল। আর ডাক্তার তাকে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিল। ডাক্তার সেখানে লিখে দিল আপনি প্রত্যেকদিন দিনে ৩ বার এ ওষুধটি খাবেন। সেই রোগী প্রেসক্রিপশনটা নিল এবং প্রত্যেকদিন প্রেসক্রিপশনটা দেখতে লাগল কিন্তু প্রেসক্রিপসনের নির্দেশগুলো কাজে পরিণত করল না। ওষুধগুলো খেল না। আপনার কি ধারণা সে সুস্থ হয়ে উঠবে? তাহলে আপনি যদি নামাযের উপকারিতা পেতে চান তবে নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় আপনি যা বলেছেন সেগুলো মেনে চলতে হবে। এই কারণেই কিছু মানুষ সালাত আদায় করে কিন্তু সালাতের উপকারিতাগুলো সে পায় না। আর আল্লাহ তায়ালা সূরা মাউন-এর ৪ থেকে ৭ নম্বর আয়াতে এই সব লোকের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ـ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ـ

অর্থ ঃ অতএব দারুণ দুর্ভোগ ঐসব নামাযীর জন্য। যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং অন্যকে নিত্যব্যবহার্য জিনিস দিতে বিরত থাকে।

সূরা নিসা এর ১৪২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে–

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

অর্থ ঃ অবশ্যই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করছে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে কেবল লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।

আল্লাহ বলছেন কিছু লোক ধোঁকাবাজি করে। তারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। শৈথিল্যের সাথে সালাত আদায় করে। মুসলিমদের জন্য প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায পড়া অবশ্যকর্তব্য। অন্য কোনো সুযোগ নেই। এমনকি যখন ভ্রমণ করবে সালাত আদায় করবে। কিন্তু ভ্রমণ অবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছু কিছু ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন।

সূরা নিসা'র ১০১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ـ

অর্থ ঃ 'তোমরা যখন দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করবে তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই'।

যোহর, আসর আর এশার ৪ রাকাতের বদলে ২ রাকাত আদায় করতে পারবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোহর আছরের সালাত একসাথে আদায় করতে পারবে। মাগরিব আর এশার নামাযও একসাথে আদায় করতে পারবে। এই সুবিধাগুলো দেয়া হয়েছে। সালাত আদায় না করার কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি।

এমনকি যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকবেন তখনও সালাত আদায় করবেন। কীভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে নামায আদায় করতে হবে সে সম্পর্কেও সূরা নিসার ১০২ নম্বর আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বলা হয়েছে–

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ـ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ ـ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

অর্থ ঃ যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোনো গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

সূরা বাকারার ২৩৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ـ

অর্থ ঃ যদি তোমরা বিপদ বা আক্রমণের আশংকা কর তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায় নামায আদায় করবে। আর যখন নিরাপত্তা লাভ করবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

সালাত আদায় আবশ্যক। হোক আপনি যুদ্ধক্ষেত্র অথবা বিপদে আছেন। সূরা নিসার ১০৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا ـ

অর্থ ঃ আর যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে; অতঃপর যখন তোমরা বিপদমুক্ত হবে তখন যথাযথভাবে নামায পড়বে, নিশ্চয়ই নামায মু'মিনদের ওপর সময় নির্ধারিত একটি ফরয ইবাদত।

যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন, যখন বিপদের আশঙ্কা করছেন, আক্রমণের আশঙ্কা করছেন আপনি তখন দাঁড়িয়ে অথবা বসে অথবা শুয়ে সালাত আদায় করতে পারেন। এমনকি অসুস্থ থাকলেও। সূরা আলে ইমরানের ১৯১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—

اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থ ঃ এরা তারা যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, উপবিষ্ট হয়ে এবং পাশ শয়নে চিন্তা করে আসমান ও জমিন সৃজনের ব্যাপারে এবং বলে, হে আমাদের রব! আপনি এসব কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। অতএব আপনি আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

সহীহ বুখারীর ২য় খণ্ডে Book of Tafsir এর ২১৮ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে—

'একজন লোক নবীজীর কাছে গিয়ে বলল, সে হেমরয়েডে বা পাইলসে ভুগছে। সে কীভাবে নামায আদায় করবে। নবীজী বললেন, দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর। যদি দাঁড়িয়ে না পার তবে বসে আদায় কর। যদি তাও না পার তবে শুয়ে নামায আদায় করতে হবে।

এমনকি যদি অসুস্থ থাকেন এই অজুহাতেও আপনি সালাত আদায় বাদ দিতে পারবেন না। আপনি সালাত আদায় করতে পারেন—ইশারা বা আকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে। তবুও সালাত আদায় আবশ্যক। সালাত বাদ দেয়ার জন্য কোনো অজুহাত দেখানো চলবে না।

সূরা মায়িদা'র ৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয়, তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা বিনীত বিনম্র হয়ে নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।

'আবু দাউদ' এর প্রথম খণ্ডে Book of Salah 'র' ৩০০ তম অধ্যায়ের ৮৬৩ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে, 'রোজ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে সবার আগে যে প্রশ্নটা করা হবে সেটা হলো নামায।' তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সবার আগে নামায বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। সহীহ মুসলিম এর প্রথম খণ্ডে Book of faith এর ৩৬তম অধ্যায়ের ১৪৬ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে, -'একজন মানুষ, যে বিশ্বাসী, তার সাথে একজন মুশরিক বা কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হলো এরা সালাতকে অবহেলা করে।'

আবু দাউদ এর ৩য় খণ্ডের Kitabus-Sunnah এর ১৬৯১ অধ্যায়ের ৪৬৬১ নং হাদিসে বলা হয়েছে; একজন ভৃত্য এবং একজন কাফির বা অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য হলো পরের জন সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে।'

তার মানে যদি কেউ সালাতকে অবহেলা করে বা নামায আদায় থেকে বিরত থাকে

(এই হাদিস অনুযায়ী) সেই লোক একজন কাফিরের সমান।

সূরা মুদ্দাসির এর ৪১-৪৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে –

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ـ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ

অর্থ ঃ অপরাধীদের সম্পর্কে; কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে; আমরা নামায আদায় করতাম না;

অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করো, কেন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে? তারা বলবে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না যারা সালাত আদায় করত। আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

পবিত্র কুরআনে একটা সুন্দর দুআ আছে। সূরা ইবরাহিমের ৪০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ـ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আর কবুল করুন আমার দোয়া।

আরেকটি দুআ– সূরা বাকারার ২০১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে –

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

আল আন'আমের ১৬২-১৬৩ নম্বর আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ বল, সত্যি আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার মরণ সবকিছু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উদ্দেশ্যে। যিনি এ জগতসমূহের প্রতিপালক। তার কোনো শরীক নেই এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর আমি তার কাছে প্রথম আত্মসমর্পণ করছি।